দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 11 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

শত বছর পেরিয়ে বনমালী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

■ পাবনা প্রতিনিধি ও ফরিদপুর সংবাদদাতা

প্রায় ১০৪ বছর ধরে জ্ঞানের আলো ছড়াচ্ছে পাবনার ফরিদপুরের বনওয়ারীনগর করনেশন বনমালী পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯১২ সালের ২ জানুয়ারি পাবনা জেলার বিখ্যাত তাড়াশ জমিদার রাজর্ষী রায় বনমালী রায় বাহাদুর ৪.১৭ একর জমির উপর টিনের চালা ও বাঁশের বেড়ার প্রায় দু'শ' হাত লম্বা এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। শুরুতে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ১৩ জন মেয়েসহ ১৫৭ জন হিন্দু ও ১৫৬ জন মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী এবং দু'জন মুসলমানসহ ১১ জন শিক্ষক ও তিনজন কর্মচারী নিয়ে মানবিক শাখায় বিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু হয়। প্রধান শিক্ষক অনুকুল চন্দ্র ভট্টাচার্যকে মাসিক ৬০ টাকা এবং অন্যান্য শিক্ষককে ১৫ থেকে ৫৫ টাকা করে বেতন দেয়া হতো। বিদ্যালয়টি ১৯১৪ সালের ৩১ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯১৫ সালে জমিদার একশ' শিক্ষার্থী বসার মতো একটি বিল্ডিং করে দেন। ১৯৬০ সালের এক জানুয়ারি তৎকালীন প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমানের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা স্বীকৃতি লাভ করে। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে সরকারি অনুদান না পাওয়া পর্যন্ত তাড়াশ জমিদার পরিবার থেকে বার্ষিক ২৪শ' টাকা অনুদান পেতো। ১৯৫২ সালে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর প্রতিষ্ঠানটি সরকারি অনুদান ও শিক্ষার্থীদের বেতনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ১৯৮৫ সালে বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হয়। বর্তমানে বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য ও ভকেশনাল শাখা মিলে দুই হাজার ১৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করছে। শিক্ষক রয়েছেন ২৯ জন এবং কর্মচারী নয়জন। বিদ্যালয়টি গত ১৩ জুলাই সরকারিকরণের ঘোষণায় তালিকাভুক্ত হয়েছে।

১৯৯৪ সালে এ বিদ্যালয়ের ছাত্র গাউস হাসান মাসুম রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডে ১৬তম স্থান লাভ করে। এখান থেকে ২০১৪ সালে ১৬৫ জন এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ২৪জন জিপিএ-৫সহ শতভাগ পাস করে। জরাজীর্ণ হওয়ায় বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনের অর্ধেক ভেঙে নতুন দোতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তবে স্থান সংকুলান না হওয়ায় জরাজীর্ণ ভবনে ঝুঁকি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করতে হচ্ছে। বিদ্যালয়ের বর্তমান (১৯তম) প্রধান শিক্ষক মো. আবু বক্কার সিদ্দিক বলেন, বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। বর্তমানে দুই শিফটে ক্লাস করতে হচ্ছে। প্রতি শাখায় শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। পুরাতন জরাজীর্ণ ভবন যেকোনো সময় ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনার আশংকা রয়েছে।